১.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কার্যক্রমের মূলনীতি

- আন্তর্জাতিক উত্তম পদ্ধতির সাথে সংগতি রেখে কর আইন সমূহের সংস্কার সাধন এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতি প্রণয়ন করা;
- কর ভিত্তির আওতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করা;
- রাজস্ব সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে করদাতা কর্তৃক স্বয়ং উপস্থিতি নির্ভর পদ্ধতি (Physical contact) এবং দলিলাদি নির্ভর পদ্ধতি (paper based) সীমিত করে করদাতার কর প্রদান ব্যয় হ্রাস করা;
- আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য ভান্ডারের দক্ষ বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে গতানুগতিক নিরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তে Intelligence based নিরীক্ষার মাধ্যমে করনীতি পরিপালন ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- জাতীয় পর্যায়ে একটি দক্ষ রাজস্ব ব্যবস্থাপনার জন্য Tax Accounting Network প্রর্বতন করা, যার মাধ্যমে সঠিকভাবে কর পরিশোধ, আদায় সংক্রান্ত তথ্যাদি যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের যথা - জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ব্যাংক, অর্থমন্ত্রণালয় এবং করদাতাগণের সাথে যথাসময়ে সমন্বয় করা সম্ভব হয়;
- একটি প্রশাসনিক এবং আইনী কাঠামো (Framework) তৈরী করা, যা নিরপেক্ষ ও সঠিক উপায়ে সরকারের ন্যায্য রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করবে এবং একই সাথে বাংলাদেশের ব্যবসা বাণিজ্যকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সাথে প্রতিযোগী হতে সহায়তা করবে।

১.১। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার/ডিজিটাল কার্যক্রমসমূহ

১.১.১। কাস্টমস

- **নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়ন**

  আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য দ্রুতকরণ, শুল্কায়ন ও পণ্য খালাস পদ্ধতি সহজীকরণ এবং বাণিজ্য ব্যয় হ্রাস ও নিরাপদ করার উদ্দেশ্যে এ সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক চুক্তি/কনভেনশন যথা RKC (Revised Kyoto Convention), TFA (Trade Facilitation Agreement), ও SAFE (Standards for Secure and Facilitate Trade) Framework এ বর্ণিত গাইডলাইনসহ আর্ন্তজাতিক উত্তম চর্চা সমূহের আলোকে নতুন কাস্টমস আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

- **এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সম্প্রসারণ**

  দেশের সকল কাস্টম হাউস এবং প্রধান স্থল শুল্ক স্টেশনে ASYCUDA World বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৪ সনে প্রথম কাস্টমস পদ্ধতির অটোমেশনে ASYCUDA World পদ্ধতি চালু হয়। পরবর্তীকলে, ASYCUDA World ইমপ্লিমেন্টেশন প্রজেক্টের আওতায় ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এর আপডেটেড ভার্সন এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম প্রথমে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, বেনাপোল, মংলা, আইসিডি কমলাপুরে কার্যকর করা হয়। পর্যায়ক্রমে ২০১৪-১৫ অর্থবছর হতে ঢাকা কাস্টম হাউস ও পাঁনগাও কাস্টম হাউসে এবং সোনামসজিদ, হিলি, বুড়িমারি, ভোমরা, টেকনাফ, খুলনা এলসি স্টেশন, দর্শনা, চট্টগ্রামস্থ ইপিজেড ও অফডক সমূহে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।এসাইকুডা সিস্টেমে পণ্য খালাসের সাথে জড়িত একাধিক সংস্থা যথা সি এন্ড এফ এজেন্ট, আমদানিকারক, শিপিং এজেন্ট, ফ্রেইট ফরোয়ার্ড, পোর্ট অথরিটি, ব্যাংক সমূহ এর সাথে অনলাইনে সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া BSTI, Atomic Energy, BRTA, Drug Administration, CCI&E, Quarantine- এর সাথে তৃতীয় পক্ষ ইন্টিগ্রেশন বিবেচনাধীন রয়েছে;

- **স্ক্যানার স্থাপন**

  কাস্টম হাউসগুলোতে ট্রাক ও কন্টেইনার স্ক্যানার স্থাপনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে মিথ্যা ঘোষণা হ্রাস পাবে এবং আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে;

- **স্ট্যাটেজিক অ্যাকশন প্ল্যান (SAP)**

  ফেব্রুয়ারী-২০১৩ তে কাস্টমসের সংস্কার ও আধুনিকায়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের নিমিত্তে WCO এর প্রতিনিধিগনের সহায়তায় Strategic Action Plan 2013-2016 প্রস্তুত করা হয়। অক্টোবর ২০১৪ তে বর্ণিত Strategic Action Plan টি অধিকতর সংশোধন ও হালনাগাদ করেStrategic Action Plan 2014-2017 প্রস্তুত করা হয়। এই Action Plan -এ উক্ত তিনবছরে শুল্ক বিভাগের আধূনিকায়ন ও সংস্কার সংক্রান্ত সকল বিষয়ই অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। এর অধিকাংশ কার্যক্রমই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে ভিন্ন ভিন্ন টিমের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে;

- **টাইম রিলিজ স্টাডি (TRS)**

  পণ্য ছাড়করণের প্রতিটি ধাপেকি পরিমাণ সময় লাগে তা নির্ণয়সহ, পণ্য খালাসের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাঁধাসমূহ চিহ্নিত এবং পণ্য খালাসে সময়হ্রাসকরণের লক্ষ্যে IFC এর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম ও বেনাপোলে TRS-এর জন্য জরীপকরা হয়েছে। TRS এর সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়নের জন্য চট্টগ্রাম কাস্টমস্ হাউসে একটি বাস্তবায়ন টিম গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে অনেক সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। আশা করা যায় যে, সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে পণ্য ছাড় প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে;

- **রিস্ক ম্যানেজমেন্ট (RM)**

  IFC-র সহযোগিতায় রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিদ্যমান শুল্ক সংক্রান্ত বিধি বিধানসমূহের স্বেচ্ছা পরিপালনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক রীতি নীতি এবং WCO standard এর ভিত্তিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা টেকনিক্যাল ইউনিট (Risk Management Technical Unit) গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এবিষয়ে SOP প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া Risk Management (RM) এর বিষয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিটিসমূহ নিয়মিতভাবে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম পরিচালনা করছে;

১.১.২। মূসক (ভ্যাট)

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ দ্রুতই বাস্তবায়ন করা হবে।নতুন এই ভ্যাট ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে ভ্যাট প্রশাসনকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করা, ভ্যাট আদায় বৃদ্ধিপূর্বক VAT:GDP ratio কে ২০১৮ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে ১% বৃদ্ধি করা সহ ভ্যাট কমপ্লায়েন্স এর বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে VAT Online Project গৃহীত হয়েছে। এই প্রকল্পের কার্যকাল ২০১৩ হতে শুরু হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে মূসক রেজিট্রেশন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ১লা জুলাই হতে পর্যায়ক্রমে অনলাইনে ভ্যাট পেমেন্ট এবং অনলাইনে রিটার্ন কার্যক্রম শুরু হবে;
- মূল্য সংযোজন কর আইনের জন্য প্রযোজ্য বিধিমালা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে ;
- পিএমসি এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আগস্ট'১৫ সময়ে তারা যোগদান করেছে;
- মূসকের অনলাইন পেমেন্ট এবং রিটার্ন সম্পর্কিত সফটওয়্যার IVAS (Integrated VAT Accounting System) এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে অনলাইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন ও অনলাইনে ভ্যাট রিটার্ন দাখিল এবং ই-পেমেন্ট ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে। ফলে ব্যবসায়ীদের turnaround time কমে যাবে এবং ব্যবসায়ীদের প্রদত্ত ভ্যাট ইলেক্ট্রনিক্যালি সুযোগ থাকবে;
- কর্মকর্তাদের ৩৬টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০৩টি সেমিনার/ওয়ার্কশপ এর মাধ্যমে প্রায় ১,৩২,৩০০ জন করদাতাকে নতুন আইন সম্পর্কে অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

১.১.৩। আয়কর

- **প্রশাসনিক সংস্কার**

  কর বিভাগের কাঠামোগত সংস্কার ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ করে মাঠ পর্যায়ে অনেক নতুন কর অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে করদাতাগণকে আরো নিবিড়ভাবে কর সেবা দেয়া সম্ভব হচ্ছে। কর বিভাগের সম্প্রসারন পরবর্তী নবসৃষ্ট জনবলের মধ্যে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে ৯০ শতাংশ কর্মচারী ইতোমধ্যে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের নিয়োগ বিষয়ে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ করা হয়েছে। কর বিভাগের সংস্কার কার্যক্রম সম্পন্ন হলে এই পূর্ণগঠনের মূল উদ্দেশ্য যথা ঃ অধিকতর রাজস্ব আহরণ, কর বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ও কর আওতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধ এবং করসেবা পরিধি বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

- **অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের (e-filing)ব্যবস্থা**

  অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ গ্রহণ এবং তা প্রক্রিয়াকরণের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় SGMP (Strensthening Governance Management Project)শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গভাবে অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের জন্য একটি অটোমেটেড ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে;

- **‘e-Payment’ পদ্ধতি**

  অনলাইনে আয়কর পরিশোধের জন্য ‘e-Payment’পদ্ধতি চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে করদাতাগণ Q-cash নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের ডেবিট/ক্রেডিট/প্রি-পেইড কার্ডের মাধ্যমে সীমিত আকারে কর পরিশোধ করতে পারছেন। এই পদ্ধতিকে আরও গতিশীল করতে করদাতার ব্যাংক একাউন্ট হতে online এ কর পরিশোধের ব্যবস্থা অর্থাৎ Large Value Payment ব্যবস্থা সংযোজিত হয়েছে (বর্তমানে দুটি ব্যাংক সংযুক্ত)। বাংলাদেশ ব্যাংকে RTGS (Real Time Gross Settlement) পদ্ধতিচালু হলে করদাতাগণ এই পদ্ধতির সুফল পুরোপুরি ভোগ করতে পারবেন;

- **e-TIN Registration System**

  IFC এর আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং রাজস্ব বোর্ডের নিজস্ব উদ্যোগে ০১ জুলাই ২০১৩ হতে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের জন্য ‘e-TIN Registration’ পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে করদাতাগণ যে কোন স্থান থেকেই e-TIN গ্রহণ করতে পারছেন এবং পুরাতন করদাতাগণ Re-Registration এর মাধ্যমে ১২ ডিজিটের e-TIN গ্রহণ করতে পারছেন। এছাড়াও e-TIN এর সঠিকতা যাচাই এর নিমিত্তে Third Party Verification ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এই পদ্ধতির সফল বাস্তবায়নের ফলে বোর্ডের তিনটি অনুবিভাগের মধ্যে সমন্বিত Automation প্রক্রিয়া যেমন সহজতর হবে তেমনি ভুয়া বা জাল টিআইএন ব্যবহার হ্রাস হবে এবং প্রকৃত করদাতা সনাক্তকরণ, অধিকতর সেবা প্রদান ও কর ফাঁকি রোধ করা সম্ভব হবে;

- **Tax Information Retrieval System**

  Tax Administration Capacity and Taxpayer’s Service (TACTS) প্রকল্পের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System এর Web Application করা হয়েছে। এর ফলে বিআরটিএ, মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ সহ অন্যান্য অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করে করের পরিধি বিস্তৃত করা এবং কর ফাঁকি রোধ করা সহজতর হবে;

- **সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি**

  সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Data Forensic Equipment সরবরাহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য High End Forensic work-station FRED, Forensic Duplicator,Portable base station সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি এবং কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে। উল্লিখিত ডিভাইস সমূহ ব্যবহারের জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- **Income Tax Law Digest**
  সুপ্রীম কোর্টে আয়কর বিষয়ক রায়ের রেফারেন্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত এস আর ও, অর্থ আইন এবং আয়কর বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য কর্মকর্তাদের নিকট ডিভিডি আকারে সরবরাহের জন্য Income Tax Case Law Digest তৈরী করা হয়েছে;
- **Transfer Pricing & Anti Money Laundering**
  ট্রান্সফার প্রাইসিং পদ্ধতির অপব্যবহারের মাধ্যমে কর ফাঁকি রোধকল্পে অর্থ আইন, ২০১২ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কর আইনে ট্রান্সফার প্রাইসিং সংশ্লিষ্ট বিধান সংযোজন করা হয়েছে এবং ১ জুলাই, ২০১৪ হতে ট্রান্সফার প্রাইসিং আইন কার্যকর করা হয়েছে। এছাড়া মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ও কর অপরাধ মোকাবেলায় বাংলাদেশ ব্যাংক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন ও বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে তথ্য বিনিময় ও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সদস্য (ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্সেস) এর অধীনে একটি ট্রান্সফার প্রাইসিং এন্ড এন্টি মানিলন্ডারিং টাস্কফোর্স গঠণ করেছে। এর ফলে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আরো কার্যকর অংশগ্রহণ সম্ভব হবে;
- **কর প্রশাসনকে উপজেলা পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ**
  উপজেলা পর্যায়ে ৮৫ টি আয়কর অফিস স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নতুন করদাতা সনাক্তকরনের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিকতর রাজস্ব আদায় সম্ভবপর হবে।

১.২ । নতুন আইন ও বিধিবিধান প্রণয়ন

- মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে।
- নতুন কাস্টমস এ্যাক্ট প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ কে যুগোপযোগী ও সহজতর করার লক্ষ্যে নতুন Direct Tax Codeএর প্রথম ড্রাফট প্রণীত হয়েছে। উক্ত draft এর বিষয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে আলোচনা চলমান। আগামী ২০১৭-১৮ হতে এই আইন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা রয়েছে।

১.৩। রাজস্ব ভবন নির্মাণ

- রাজস্ব বিভাগে বিদ্যমান অবকাঠামোগত দূর্বলতা নিরসনের লক্ষ্যে ঢাকার শেরে বাংলা নগরে ভবন নির্মাণের জন্য ''জাতীয় রাজস্ব ভবন নির্মাণ'' শীর্ষক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর অধীনে একটি বিনিয়োগ প্রকল্প ২০০৯ সালে গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যে ঢাকার আগারগাঁও এ ভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- এছাড়া চট্টগ্রামে একটি ৪০ তলা ভবন নিমার্ণের কার্যক্রম চলছে।

২.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সংস্কার, আধুনিকায়ন বিষয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত হয়েছে ঃ

- ভ্যাট প্রশাসনকে অনলাইনভিত্তিক করার জন্য VAT Online Project গ্রহণ ও এর আওতায় অনলাইন ভ্যাট ব্যবস্থা চালুকরণ, এবং IVAS (Integrated VAT Accounting System) পদ্ধতি বাস্তবায়ন;
- VAT Online Project এর আওতায়, অনলইন ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন প্রদান ও অনলইনে ভ্যাট রির্টান ফাইলিং;
- আর্ন্তজাতিক কাস্টমস রীতিনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণীত নতুন কাস্টমস আইন ২০১৬ বাস্তবায়ন;
- সকল স্থল শুল্ক স্টেশনে এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম সম্প্রসারণ;
- কাস্টমস এর ক্ষেত্রে শুল্ক ব্যসস্থা আধুনিকায়নের লক্ষে Online National single window (NSW), Post clearance Audit এবং Advance Ruling (AR), Authorized Economic Operator (AEO), এ বাস্তবায়ন ও অধিষ্ট সক্রিয় করন এবং এর মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্যে গতিশীলতা বৃদ্ধি;

- বিদ্যমান আয়কর আইনকে আধুনিক যুগোপযোগী ও সহজ করার লক্ষ্যে নতুন ''Direct Tax Code'' প্রণয়ন;
- SGMP প্রকল্পের আওতায় অনলাইনে আয়কর রিটার্ণ দাখিলের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন;
- আয়করের উৎসে কর্তন মনিটরিং জোরদার করার লক্ষ্যে "স্বতন্ত্র উৎসে কর কর্তন পরিবীক্ষণ অঞ্চল" বাস্তবায়ন;
- আয়করে e-Payment পদ্ধতির সম্প্রসারণ;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও এন্টি মানি লন্ডারিং কার্যক্রম সক্রিয়করণ;
- বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তির (ADR) সক্রিয় করার মাধ্যমে মামলায় আটককৃত রাজস্ব আদায় জোরদার করা;
- তথ্য প্রযুক্তি (আইসিটি) অবকাঠামো বিনির্মাণ ও অটোমেশন কার্যক্রমসহ জোরদারকরণ;
- করনেট (ট্যাক্সনেট) সম্প্রসারণ, কর ফাঁকি রোধ এবং আইন ও কর প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ;
- কর শিক্ষা, বিজ্ঞাপন ও প্রচার প্রচারণা এবং ট্যাক্স পেয়ার্স সার্ভিস বৃদ্ধি;
- উচ্চ আদালতের পেন্ডিং মামলাসমূহ নিস্পত্তি ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব আদায়;
- কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি।

৩.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাম্প্রতিক সাফল্য ও অর্জনসমূহ

- অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান এঁর সঙ্গে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এঁর মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য APA (Annual Performance Agreement) স্বাক্ষর এবং এর মাধ্যমে কর্মসম্পাদনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ;
- পরপর দুই অর্থবছর রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জন;
- সকল কাস্টম হাউজসহ ৯টি স্থল শুল্ক স্টেশন, অফডক ও ইপিজেড সহ মোট ২৪টি ক্ষেত্রে ASYCUDA WORLD পদ্ধতি বাস্তবায়ন এবংচলমান কাস্টমস এর অটোমেশনের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ;
- ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প গ্রহণ এবং এর আওতায় অনলাইনে মূসক রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম গ্রহণ। অনলাইনে মূসক (ভ্যাট) রির্টাণ দাখিলের প্রস্তুতি চলমান;
- ভ্যাট প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন;
- দেশব্যাপী আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস, জাতীয় মূসক দিবস/সপ্তাহ এবং আয়কর দিবস/সপ্তাহ উদযাপন;
- ই-টিআইএন রেজিস্ট্রেশন সম্প্রসারণ;
- আয়করের ক্ষেত্রে ই-পেমেন্ট পদ্ধতি ব্যবহারে করদাতাদের উদ্ধুদ্ধকরণ;
- ই-ফাইলিং পদ্ধতির আওতায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আয়কর রিটার্ন দাখিলের কার্যক্রম শুরু;
- দেশব্যাপী ৯টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে করদাতাগণকে সেবা প্রদান;
- প্রতিটি জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের ২জন দীর্ঘমেয়াদী ও ৩জন সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী করদাতাদের স্বীকৃতি প্রদান;
- সারাদেশের সর্বোচ্চ কর প্রদানকারী ১০জন ব্যক্তি ও ১০টি কোম্পানীকে Tax Card প্রদান;
- চেম্বারসহ অন্যান্য ব্যবসায়ী সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বমূলক সংলাপ আয়োজন, এবং এর মাধ্যমে সমন্বয় বৃদ্ধি;
- ভ্যাটের গোয়েন্দা দপ্তরকে পূর্বের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী ও সক্রিয়করণ। সাম্প্রতিককালে প্রিভেন্টিভ তৎপরতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে রেস্টুরেন্ট, হোটেলসহ বিভিন্ন সেবাখাতের মূসক ফাঁকি উদঘাটন এবং গ্রুপ মেইল ও ফেসবুকে ব্যাপক প্রচার;
- চোরাচালান ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন কাস্টম হাউস/কমিশনারেটের তৎপরতা জোরদার এবং স্বর্ণ, মাদকদ্রব্য, অবৈধ মুদ্রা আটকসহ অন্যান্য পণ্যের চোরাচালান প্রতিরোধে ব্যাপক সাফল্য।
- Asia Pacific Group on Money Laundering (APG) এর সাম্প্রতিক Onsite Visit এ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে কাস্টমস্ তথা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম প্রশংসিত।

৪.০ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ

(ক) বাহ্যিক (external) চ্যালেঞ্জসমূহ

১. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পণ্যমূল্য হ্রাস/বৃদ্ধি জনিত অস্থিরতা;
২. আমদানী রপ্তানি বাণিজ্যে মিথ্যা ঘোষণার প্রবণতা;
৩. আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব;
৪. কর ফাঁকি প্রদানের প্রবণতা এবং স্বেচ্ছা পরিপালনের অভাব।

(খ) অভ্যন্তরীণ (internal) চ্যালেঞ্জসমূহ

১) পর্যাপ্ত ডিজিটালাইজেশন/অটোমেশন এর সীমাবদ্ধতা
২) প্রশিক্ষত ও পর্যাপ্ত মানবসম্পদের অপ্রতুলতা
৩) সঠিক ও যথাযথভাবে কর নির্ধারণ
৪) ভৌত অবকাঠামো ও লজিস্টিকস সীমাবদ্ধতা
৫) আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অপর্যাপ্ত প্রয়োগ
৬) আধুনিক পোস্ট ক্লিয়ারেন্স অডিট এর স্বল্প প্রয়োগ
৭) আমদানি ও খালাস তথ্যের সমন্বয়ের অভাব
৮) অপর্যাপ্ত নিলাম কার্যক্রম
৯) মামলা নিস্পত্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা
১০) সহযোগী দপ্তরগুলোর কার্যকর সমন্বয় ও সহযোগিতার অভাব
১১) কাঠামোবদ্ধ (structured) পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ এর অভাব
১২) সঠিক ও যথাযথ কর নির্ধারণে সীমাবদ্ধতা
১৩) বিভিন্ন সরকারী দপ্তর (পেট্রোবাংলা, বিপিসি, পাসপোর্ট অধিদপ্তর) এর নিকট বকেয়া পাওনা দীর্ঘসূত্রিতা।

৫.০। চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কৌশলসমূহ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে, অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে অথবা নতুনভাবে কর আরোপ বা বৃদ্ধি করা হয়েছে, অথবা মূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কোন ভাবে কর বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনী পরিবর্তন আনা হয়েছে এমন খাত/প্রতিষ্ঠানের অতিরিক্ত প্রদেয় কর আহরণ মনিটরিং করা;
- রাজস্ব প্রদানের দিক থেকে বৃহৎ ৫০টি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত রাজস্ব আদায় যথাযথ মনিটরিং;
- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সঠিকভাবে কর কর্তন ও জমাদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- নিরঙ্কুশ বকেয়া আহরণ নিশ্চিত করা;
- বিপিসি, পেট্রোবাংলা ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের নিকট প্রাপ্য বকেয়া আহরণে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ ও লিয়াজো রক্ষা করা;
- এডিআরকে সক্রিয়করণ এবং এডিআরের মাধ্যমে মামলা নিস্পত্তি করে পাওনা আহরণের জন্য নির্ধারিত লক্ষমাত্রা আদায়;
- জরীপ কার্যক্রমের মাধ্যমে নতুন করদাতা বৃদ্ধির জন্য জরীপের জন্য নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন;
- বৃহৎ রীট মামলার চূড়ান্ড় নিস্পত্তির লক্ষ্যে বিজ্ঞ এ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আইন কর্মকর্তার সাথে সমন্বয় করে মামলাসমূহ নিস্পত্তি;
- e-TIN প্রোগ্রামের বিদ্যমান Capacity ৩০ লক্ষ হতে বৃদ্ধি করে পর্যাপ্তসীমায় উন্নতী করা;
- সহযোগি দপ্তরের সাথে কর সংক্রান্ত তথ্যের পারস্পরিক বিনিময় নিশ্চিত করে সম্ভাব্য ফাঁকি উদঘাটন করা;
- উপজেলা পর্যায়ে নতুন সার্কেল স্থাপনের মাধ্যমে করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- ট্রান্সফার প্রাইসিং ও বিদেশী নাগরিকদের প্রযোজ্য কর আহরণের বিষয়ে মনিটরিং জোরদার করা;

- আস্থা সৃষ্টি ও স্বেচ্ছা পরিপালন বৃদ্ধিকল্পে স্টেকহোল্ডারদের সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ অব্যাহত রাখা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়নপূর্বক সেবার মান বৃদ্ধি ও কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা;
- নিয়মিতভাবে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের On the Job Training এর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শুন্য পদে নিয়োগ প্রদান, নিয়মিত পদোন্নতি, বদলীসহ অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা।

৬.০। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত উদ্ভাবনীমূলক কার্যক্রমসমূহ

রাজস্ব প্রশাসনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আধুনিক ও উন্নততর ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নিম্নলিখিত উদ্ভাবনী কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ

- আয়কর মেলায় স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য কর বিষয়ে রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কর সম্পর্কে সচেতনতা তৈরী হয়েছে;
- সচিবালয়ে কর্মকর্তাদের ট্যাক্স রিটার্ন জমা দেয়ার সুবিধার্থে অস্থায়ী কর ও তথ্য সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তাগণ সহজে কর প্রদান করতে পেরেছেন এবং স্বেচ্ছা পরিপালন (Self Compliance) বৃদ্ধি পেয়েছে;
- ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন ফেডারেশন অব চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (FBCCI) এর সাথে নিয়মিতভাবে সমন্বয় সাধনের জন্য (ক) Capacity Building (খ) Customs Policy (গ) Tax Policy ও (ঘ) VAT Policy শীর্ষক ৪ (চার) টি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে;
- জাতীয় সংসদ এর অর্থ বিষয়ক সংসদীয় কমিটি, সরকারি হিসাব সংক্রান্ড় কমিটি, অডিট বিভাগ, FBCCI, DCCI, MCCI এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে করদাতা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও সরকারি সংস্থাসমূহের সাথে নিয়মিতভাবে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এবং করদাতা উদ্ধুদ্ধকরণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। ফলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে এই সকল সংস্থাসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়ন হয়েছে;
- মামলা নিস্পত্তি ও বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (ADR) পদ্ধতি কার্যকর ও সক্রিয় করার লক্ষ্যে মাননীয় বিচারপতি সহ অন্যান্য বিচারপতি, এর্টনী জেনারেল, মাননীয় মন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ব্যবসায়ী সমাজের সাথে সংলাপ ও নিস্পত্তি কার্যক্রম গ্রহণ;
- বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংকসমূহের আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানে রাজস্ব (আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট) বিষয়ক মডিউল প্রবর্তন করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে;
- তথ্য মন্ত্রণালয়, বেতার ও টেলিভিশন এবং মিডিয়ার সাথে পার্টনারশীপ ডায়ালগ এর মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সকল অর্জনসমূহ গুরুত্বের সাথ প্রচারনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- কর্মকর্তাদের মধ্যে দাপ্তরিক যোগাযোগ দ্রুততর করার নিমিত্তে সকল কর্মকর্তাদের জন্য একাধিক গ্রুপ মেইল খোলা হয়েছে;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কাযর্ক্রম, সাফল্য ও অর্জনসমূহ প্রচারের জন্য Facebook একাউন্ট খোলা হয়েছে;
- এনবিআর Website এ গুরুত্বপূর্ণ সকল দলিল, (APA, BIP) আদেশ-নির্দেশ, ফাংশনাল বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন এবং পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে এনবিআরের সাফল্য ইত্যাদি নিয়মিতভাবে আপলোড করা হচ্ছে;
- জাতীয় দৈনিক পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত রাজস্ব সম্পর্কিত সংবাদের ব্রিফিং ও তথ্যাদির সংরক্ষণে আর্কাইভ খোলা হয়েছে;
- মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের সাথে Distant Meeting এর উদ্দেশ্যে ভিডিও কনফারেন্স চালু করা হয়েছে। এছাড়া, অন-লাইনে ভিডিও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Knowledge Sharing এর ব্যবস্থা করা হয়েছে;
- আয়কর সম্পর্কে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুক্রবার বা সাপ্তাহিক বিশেষ প্রার্থনার দিনে মসজিদ, মন্দির, গির্জায় কর প্রদানের গুরুত্ব সম্পর্কে বিশেষ বাণী প্রচারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;
- শিক্ষার্থীদের কর বিষয়ে প্রাথমিক ধারণার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসূচীতে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাট সম্পর্কে পাঠক্রম অর্ন্তভূক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- স্থানীয় Cable TV-তে কর ও ভ্যাট সংক্রান্ত প্রচারণার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এছাড়া শুল্ক, আয়কর ও মূসক প্রদানের বিষয়ে সচেতনতা তৈরীর প্রচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ফলে, করদাতা বান্ধব রাজস্ব সংস্কৃতি,

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গণসচেতনতা তৈরী ও কর ফাঁকির তথ্য উদঘাটন তথা কর ফাঁকি রোধে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে;

- তৃনমূল পর্যায়ে জাতীয় উন্নয়নে আয়কর, শুল্ক ও ভ্যাটের গুরুত্ব বিষয়ে প্রচার জনসাধারণের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে কমিউনিটি রেডিওতে প্রচারণার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে;

স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (SGMP)

প্রকল্পের নাম	ঃ	স্ট্রেংদেনিং গর্ভনেন্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (এনবিআর পার্টঃ কম্পোনেন্ট-এঃ অনলাইন ফাইলিং এন্ড ডিজিটাইজেশন অব ট্যাক্স রিটার্নস; কম্পোনেন্ট-সিঃ এস্টাবলিশমেন্ট অব ট্যাক্সপেয়ারস ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টারস)

প্রকল্প সংক্ষেপ

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর অনুবিভাগের জন্য বাস্তবায়নাধীন Strengthening Governance Management Project (SGMP) শীর্ষক প্রকল্পটি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে ১০.৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৭৭.৮২ কোটি টাকা বাজেটের একটি প্রকল্প যার বাস্তবায়ন সময়কাল জুলাই ২০১১ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৬ইং । প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে করদাতারা ঘরে বসে অনলাইনে আয়কর রিটার্ন প্রদান করতে পারবেন এবং তারা প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। ই-পেমেন্ট ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে কর প্রদান করতে পারবেন এবং তার প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাবেন। করদাতারা বিদ্যমান ই-টিআইএন ব্যবস্থার মাধ্যমে অনলাইনে টিআইএন নিবন্ধন করতে পারবেন। করবিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিস সমূহ নেটওয়ার্কি এর আওতায় আসবে এবং আপীল, কর অবকাশসহ বিবিধ কার্যক্রমের অটোমেশন হবে। এছাড়াও বিভিন্ন ডাটাবেজ এবং রিপোর্ট জেনারেশন কার্যক্রম ও অটোমেটেড হবে। ভিয়েতনাম ভিত্তিক বিখ্যাত আইটি প্রতিষ্ঠান FPT Information System Corporation এই সিস্টেম বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের এ পর্যায়ে সফটওয়্যার আমদানি হয়েছে এবং তার কাস্টমাইজেশন ও কনফিগারেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। হার্ডওয়্যার আমদানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং তার যাচাই ও মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শেষে তা স্থাপন এবং বিতরন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। বিদ্যমান ই-টিআইএন সিস্টেমের সাথে ইন্টিগ্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা

প্রকল্পের ধরন ঃ বিনিয়োগ

প্রকল্পের বাজেট ঃ

জিওবি	১১৮২ লক্ষ	$ ০১.৬১ মি:
এডিবি	৬৬০০ লক্ষ	$ ০৯.০১ মি:
মোট	৭৭৮২ লক্ষ	$ ১০.৬৭ মি:

প্রকল্পের মেয়াদ ঃ জুলাই ২০১১ - ডিসেম্বর ২০১৬

প্রকল্পের অনুষঙ্গ ঃ (১) অনলাইন রিটার্ন দাখিল
(১) অফলাইনে দাখিলকৃত রিটার্ন ডিজিটাইজেশন
(২) নেটওয়ার্কিং ও কানেকটিভিটি
(৩) অফিস প্রসিডিওর অটোমেশন
(৪) ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট
(৫) রিপোর্ট জেনারেশন

প্রকল্পের ব্যয় ঃ ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত $ ৩.৮৫ মিলিয়ন

অগ্রগতি ঃ ১) সফটওয়্যার আমদানি করা হয়েছে।
২) হার্ডওয়্যার আমদানি সম্পন্ন হয়েছে।
৩) সফটওয়্যার কাষ্টমাইজেশনের কাজ প্রক্রিয়াধীন।

লক্ষ্যমাত্রা ঃ এপ্রিল ২০১৬ ঃ পাইলট কার্যক্রম
মে ২০১৬ ঃ কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

জুলাই ২০১৬ ঃ উদ্বোধন

Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)
(কারিগরী সহায়তা প্রকল্প)

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	Tax Administration Capacity and Taxpayers Services (TACTS)
২।	প্রকল্পেরবাস্তবায়ন	ঃ	মার্চ ২০০৯ - ফেব্রুয়ারী ২০১৪ (সংশোধিত মেয়াদ অক্টোবর ২০১০ - সেপ্টেম্বর ২০১৫)
৩।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ	ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি; খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি পর্যায়ক্রমে নির্ধারিত কিছু কর অঞ্চল সমূহে বাস্তবায়ন; গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চলে উন্নততর করদাতা সনাক্তকরন পদ্ধতি এবং সংশোধিত কর্ম পদ্ধতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক করদাতাকে কর জালে আনয়ন; ঘ) করদাতাদের অধিকতর উন্নত সেবা প্রদান; ঙ) কর ফাঁকি তদন্তের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলকে শক্তিশালী করে কর পরিশোধ ও আদায়ের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট এর উন্নয়ন।
৪।	মূল কার্যক্রম	ঃ	এ প্রকল্পের ৭ টি অংশ, যা হলো- (ক) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি; (খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে বাস্তবায়ন; (গ) কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল; (ঘ) করদাতা সেবা; (ঙ) সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল; (চ) আপীল এবং (ছ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা।

৫। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অধীনে চলমান Tax Administration Capacity and Taxpayers' Services (TACTS) প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

১. এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিভাগের বৃহৎ করদাতা ইউনিট, বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কার্যপদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ, কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল, করদাতা সেবা, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং আপীল এই সাতটি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

২. কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ সহজতর হয়েছে যা ব্যবহারের মাধ্যমে অতি সহজে নতুন করদাতা এবং কর ফাঁকির তথ্য জানা সম্ভব হচ্ছে।

৩. করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুমিল্লা, বগুড়া, যশোর এবং উত্তরায় 'কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে।

৪. সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Data Forensic Equipment এবং Portable Base Station সরবরাহ করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য High End Forensic work-station FRED, Forensic Duplicator সহ অন্যান্য গোয়েন্দা সরঞ্জামাদি এবং কম্পিউটার ক্রয় করা হয়েছে।

৫. বৃহৎ করদাতা ইউনিট (আয়কর) এর কার্যক্রম সম্প্রসারনের অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দপ্তর স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ করদাতা ইউনিটে ব্যবহারের জন্য কম্পিউটার/সার্ভার সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে।

৬. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারের লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে অতিরিক্ত কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরীক্ষামুলকভাবে বৃহৎ করদাতা ইউনিট এবং অন্য দুটি কর অঞ্চলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন করা হয়েছে।

৭. কর আপীল কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত যুগ্ম কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্থানীয়ভাবে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৮. কর কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সহকারী কর কমিশনার হতে কর কমিশনার পর্যায়ের ৫৫০ জন কর্মকর্তাকে Tax Audit, Bank Statement Analysis and Fraud Prevention, ICT tools in Tax Administration, Internal Audit প্রভৃতি বিষয়ে দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে্।

৯. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নির্বাচিত ৪,১৬০ জন আয়কর উপদেষ্টা (আইটিপি) কে এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সামগ্রী প্রদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যা করদাতাদের প্রদত্ত সেবার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

১০. ২০১১ হতে ২০১৫ সনে অনুষ্ঠিত আয়কর মেলায় করদাতাদের কর বিষয়ক তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পের আওতায় আয়কর বিষয়ক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়েছে ।

১১. সুপ্রীম কোর্টে আয়কর বিষয়ক রায়ের রেফারেন্স, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত এস আর ও, অর্থ আইন এবং আয়কর বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য কর্মকর্তাদের নিকট ডিভিডি আকারে সরবরাহের জন্য Income Tax Case Law Digest তৈরী করা হয়েছে।

১২. উৎসে কর কর্তন ও আদায় বিষয়ে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উৎসে কর কর্তন বিষয়ক দুইটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে্।

কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে Tax Information Retrieval System (TIRS) স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোটরগাড়ীর রেজিস্ট্রেশন, জমির ক্রয়-বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন, ট্রেড লাইসেন্স গ্রহণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে করদাতাদের তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হচ্ছে।

ভ্যাট অনলাইন প্রকল্প ঃ

" Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 Implemention (VAT : Online) Project '' শীর্ষক প্রকল্প সম্পর্কিত প্রতিবেদন।

লেনদেন ভারসাম্য সমস্যা (Balance of Payment Crisis) ও মুদ্রাস্ফীতির চাপ (Inflationary Pressure) নিরসনের মাধ্যমে সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনাসহ প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার Extended Credit Facilities (ECF) সুবিধার আওতায় ৭টি সমান কিস্তির মাধ্যমে ৬৩৯.৯৬ মিলিয়র এসডিআর (১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) গ্রহণের জন্য আর্ন্তজাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এর সাথে ৩ বছর মেয়াদী (২০১১-১২ অর্থবছর হতে ২০১৩-১৪ অর্থবছর পর্যন্ত) একটি ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে আইএমএফ এবং অন্যান্য শর্তের মধ্যে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক আইন, ২০১২ মহান জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদন প্রদান করা হয়।

০২। নতুন এই আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (মূসক) ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে "Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 Implementation (VAT : Online) Project'' শীর্ষক একটি প্রকল্প গত ০৮-১০-২০১৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি (Revised Development Project Proposal) পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ১৬.১০.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয়।

০৩। প্রকল্পের মোট ব্যয় ঃ প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৫১৫৮.৭৮ লক্ষ (পাঁচশত একান্ন কোটি আটান্ন লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা। এর মধ্যে জিওবি ১০১৮৪.৩৮ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৪৪৯৭৪.৪০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্প অর্থায়নের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের আর্ন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) এর মধ্যে ০৭.১২.২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি ঋণচুক্তি (নং ৫৪২৬-বিডি) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটিতে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। বিশ্বব্যাংক তাদের Program for Results এর আওতায় কতিপয় নির্দেশক (The Disbursement Linked Indicators) এর ফলাফলের ভিত্তিতে এ প্রকল্পে অর্থ ছাড় করবে।

০৪। প্রকল্পের বাস্তবায়ন ঃ প্রকল্পটিতে অনুমোদিত বাস্তবায়ন মেয়াদকাল অক্টোবর, ২০১৩ খ্রিঃ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিঃ পর্যন্ত।

০৫। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ঃ মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের মূল্য সংযোজন কর (VAT) প্রশাসনকে সম্পূর্ণ কম্পিউটারাইজড ও আধুনিকীকরণ করা।

ভ্যাট ঃ জিডিপি অনুপাত ২০১৮ সালের মধ্যে বর্তমানের চেয়ে ১% বৃদ্ধি করা, যার ফলস্বরুপ মূল্য সংযোজন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে VAT Compliance - এ বিদ্যমান Gap দূরীভূত হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

- গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে বিনিয়োগ বৃদ্ধিসহ গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ব্যয় মেটানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য হারেবাড়ানো ;
- ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, সহজ পদ্ধতি ও কম খরচে ব্যবসা করার পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভ্যাট আইনের পরিপালন সহজতর করা ;
- Non Complaint করদাতাদের চিহ্নিতকরণ এবং কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা যথাযথ বৃদ্ধি করা ;
- আধুনিক, নিয়মতান্ত্রিক এবং সেবা বান্ধব VAT প্রশাসনের জন্য ভিত্তি প্রস্তুত করা ;
- জ্ঞান ভিত্তিক মূসক প্রশাসন গড়ে তোলা ;
- দেশে দ্রুত শিল্পায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা ;

- সরকারি-বেসরকারি খাতে ব্যবসায় খরচ কমানো এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসা ও কাজ সম্পন্ন করার সময় হ্রাস করা ;
- ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগে উৎসাহী করার মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধি করা।

০৬। প্রকল্পের কার্যপরিধি

১. নতুন মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর অধীন যথাযথ বিধিবিধান, প্রজ্ঞাপন, সাধারন আদেশ, স্থায়ী আদেশপ্রণয়ন করা ;
২. সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন Commercial-Off-The-Shelf (COTS) Software সহ প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ক্রয় করে মূল্য সংযোজন কর ও টার্নওভার কর ব্যবস্থাকে কম্পিউটারাইজড ও অটোমেটেড করা ;
৩. করদাতাগণের করদায়িতা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংরক্ষণের জন্য একটি ডাটা সেন্টার স্থাপন করাসহ অটোমেটেড কর প্রশাসন নিশ্চিত করা ;
৪. মূসক কর্মকর্তাগণ যাতে কম্পিউটার টার্মিনাল এর মাধ্যমে IT Tax administration ব্যবহার করতে পারেন সে লক্ষ্যে ভয়েজ ও ডাটা নেটওয়ার্ক স্থাপন করা ;
৫. সকল মূসক কর্মকর্তাগণকে কম্পিউটার টার্মিনালের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে Desktop, Hardware ও Software সংগ্রহ করা ;
৬. ডিজিটাল পদ্ধতিতে করদাতাদের দলিলাদি এবং দলিলাদির ইমেজ সংগ্রহরে লক্ষ্যে একটি প্রসেসিং সেন্টার স্থাপন করা ;
৭. টেলিফোন ও ই-মেইলে করদাতাগণের বিভিন্ন প্রশ্ন/জিজ্ঞাসার জবাব প্রদানের জন্য আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে Taxpayer Contact Centre স্থাপন করা ;
৮. নতুন কর প্রশাসনসহ IT System ও Business Process সম্পর্কে মূসক কর্মকর্তগনকে দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ম্যানুয়াল তৈরী করা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা ;
৯. নতুন মূসক আইন ও অটোমেটেড কর প্রশাসন বিষয়ে করদাতাগণের জন্য Communications and Education Program এর আয়োজন করা ;
১০. মূসক দপ্তরগুলোকে কার্যভিত্তিক (Functional) কাঠামোতে পূর্নবিন্যস্ত করা।

৭। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল ঃ

Value Added Tax and Supplementary Duty Act, 2012 বাস্তবায়নে VOP (VAT Online project) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মূল্য সংযোজন কর, সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে, যেমন ঃ

- রেজিস্ট্রেশন ও করদাতা সেবা ঃ প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে নিবন্ধিত সকল করদাতাগণ এবং নতুন নিবন্ধনযোগ্য মূসক প্রদানকারীগণ অনলাইনে নিবন্ধন গ্রহণ করতে পারবেন। এ জন্য তাঁদের মূসক কার্যালয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজনীয় দলিলাদি স্ক্যানকরে অনলাইনে দাখিল করা যাবে। ফলে মূসক কার্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বসেই ব্যবসায়ীগণ কোন প্রকার হয়রানি ব্যতিরেকে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় সেবা পাবেন।
- কালেকশন এবং বাস্তবায়ন ঃ মূল্য সংযোজন কর (মূসক), সম্পূরক শুল্ক এবং টার্নওভার কর আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। কোন করদাতা কোন কর মেয়াদে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক কিংবা টার্নওভার কর পরিশোধ করেছে কিনা তা ভ্যাট অনলাইন সিস্টেম থেকেই যাচাই করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় করদাতা সনাক্তকরণ ও নোটিশ প্রদান সব কিছুই সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পাদিত হবে। ফলে মূসক আদায় কার্যক্রম অনেক গতিশীল ও ত্বরান্বিত হবে।
- ই-পেমেন্ট ঃ এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে করদাতাগণ ই-পেমেন্টএর মাধ্যমে মূসক পরিশোধের সুযোগ পাবেন। ফলে খুব সহজে কর পরিশোধ করা সম্ভব হবে। এ ব্যবস্থায় মূসক পরিশোধের সত্যতা

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে যাচাইকরা যাবে। ফলে রাজস্ব প্রশাসনও তাৎক্ষণিকভাবেই মূসক পরিশোধ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারবে।

- রিটার্ন দাখিল ঃ মূসক কার্যালয়ে না গিয়ে সম্পূর্ণ অনলাইনে মূসক সংক্রান্তদাখিলপত্র (Return) দাখিল করা যাবে। পাশাপাশি এ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদি স্ক্যান করে প্রেরণ করা যাবে। রিটার্ন দাখিলের পর রিটার্নের সব তথ্য যথাযথ থাকলে সিস্টেম থেকেই অটোমেটিক প্রক্রিয়ায় প্রাপ্তি স্বীকার মেসেজএর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।
- অডিট ঃ কোন মূসকদাতা কোন কর মেয়াদ প্রযোজ্য/সম্পূর্ণ রাজস্ব পরিশোধ না করলে কিংবা অঘোষিত/কমঘোষিত বিক্রয়ঘোষণা করলে কিংবা আংশিক বা ভূল তথ্য সন্নিবেশ করে রিটার্ন দাখিল করলে এবং রিস্ক ইঞ্জিন অনুযায়ী নির্ধারিত মূসকদাতা নির্বাচন, অডিটকরণ, অডিট অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণ অনলাইনে সম্পাদন করা হবে। ফলে অডিট কার্যক্রম অধিক দক্ষ, কার্যকর এবং ডাইনামিকহবে।
- আপীল ও কেইস ম্যানেজমেন্ট ঃ বিদ্যমান মামলাসহ ভবিষ্যতে উদ্ভূত সকল মামলার তথ্য সিস্টেম এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ফলে কম সময়ে মামলার কার্যক্রম গ্রহণ ও মনিটরিং করা সম্ভব হবে। এভাবে নতুন মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থায় মুসক বিভাগ একটি আধুনিক ও অটোমেটেড ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় কার্যক্রম অধিকতর সহজ, ঝামেলাবিহীন এবং ব্যবসা-বান্ধব হবে, যার ফলে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক খাতে রাজস্ব আদায় অনেক বৃদ্ধি পাবে।

০৮। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ঃ

উৎসসহ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রকল্পের অনুমোদনের তারিখ	২০১৩-১৪ অর্থবছরের মোট অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি					
				২০১৪-১৫ অর্থবছরের অগ্রগতি (জুন/২০১৫ পর্যন্ত)					
				বরাদ্দ	ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ	জিওবি		পিএ	
						খাত	ব্যয় (টাকা)	খাত	ব্যয় (টাকা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)
বিশ্বব্যাংক ঃ ৪৪৯৭৪.৪০ জিওবি ঃ ১০১৮৪.৩৮	অক্টোবর ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০১৮	০৮ অক্টোবর ২০১৩ খ্রিঃ (আরডিপিপি অনুমোদনের তারিখ ঃ ১৬ অক্টোবর ২০১৪ খ্রিঃ	৩৫৮.৬৯ (জিওবি ঃ ১৩২.৬২ এবং পিএ ঃ ২২৬.০৭)	জিওবি ঃ ৬৫৬৮.৭৮ পিএ ঃ ৫৮৬৬.৬৭	৫২০৬.১৬ ৪৯৮০.৪০	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন	২২৩১২৫১	প্রকল্প অফিস	১৭৯৫১১৬০
মোট ঃ ৫৫১৫৮.৩৮				মোটঃ ঃ১২৪৩৫.৪১	১০১৮৬.৫৩	উৎসব ভাতা	১২৯২৬০	মোবাইল ভাতা	২৯৩০৭২
						সম্মানী ভাতা	২৩৩৭০০	ইন্টারনেট বিল	১৯৮৫৭৩
						গাড়ীচালকদের ওভার টাইম ভাতা	১৯৭৪০৫	ওয়াসা বিল	৫৫৫০৮
						যানবাহন রক্ষনাবেক্ষণ বিল	২৯৮৫০	বিদ্যুৎ বিল	৭২১৭৪৭
						যানবাহন গ্যাস ও জ্বালানী	৫৩১৮৬০	করদাতা বিজ্ঞাপন প্রচারণা (পিএ)	৩০০৬০৬০৯
						যানবাহন পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১৭৯৪১৮	দপ্তর পরিচ্ছন্নতা	২৬৬৯৪৪
						মোট	৩৫৩২৭৪৪	ওভারশীজ শর্ট ট্রেনিং	৫১৯৩৩১৮
								সেমিনার ও কর্মশালা	৪১৬০২৬৫
								লোকাল পরামর্শক বিল	৫২৬৯৪২৭
								আর্ন্তজাতিক পরামর্শক বিল	৮৩৪২৮২০
								প্রকল্প ভাতা	১১৩২৭১৭
								বিজ্ঞাপন বিল	৯৮৬৫০৯
								টেলিফোন বিল	৬৪০০৬

								প্রকল্প অপিস ফার্ণিচার	২১০০০২
								দৈনিক পত্রিকা বিল	১৪০০৪
								ওয়াই-ফাই রাউটার বিল	১০০০০০
								TOT Training	৪৯৯৩৭৪
								e-GP Bill	২৮৬১৬০
								প্রাইন কন্টিনজেন্সি	২৮৭০৪৮২
								পোস্টাল স্টাম্প ক্রয়	৫৬০০০
								মোট	৭৮৭৩২৬৯৮

০৯। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম ঃ

ক্রমিক নং	শিরোনাম	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের উল্লেযোগ্য কার্যক্রম	মন্তব্য
০১	আইন সংশোধন	মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সংশোধন প্রস্তাব প্রস্তুত করা হয়।	
০২	বিধিমালা প্রণয়ন	বিধিমালার ১ম খসড়া চূড়ান্তপূর্বক জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয় যাতে অংশীজনেরা মতামত প্রদান করতে পারেন।	
০৩	ফরম ডিজাইন	মূসক বিধিমালার আওতায় উল্লেখযোগ্য ফরমসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।	
০৪	করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ	করদাতাগণকে নতুন আইনের বিভিন্ন দিকসমূহ অবহিতকরণ ও উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে জাতয়ি রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ১৯টি, মূসক কমিশনারেট কৃর্তক ৪৪টি ও মূসক বিভাগীয় দপ্তরকর্তৃক ১৪ টি; সর্বমটে ২০৩ টি সেমিনার আয়োজন করা হয়। এত প্রায় ১ লক্ষ ৩২ হাজার করদাতা অংশগ্রহণ করেন।	
০৫	প্রশিক্ষণ	(ক) সহকারী রাজস্ব কর্মকর্তা হতে অতিরিক্ত কমিশনার পর্যায়ের ৫৯০ জন প্রশিক্ষনার্থী নতুন মূসক আইন পরিচিতিকরণ, তথ্য অধিকার আইন ও ই-ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। (খ) ১২ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষক (TOTs) নির্বাচন করে তাঁদেরকে নতুন আইন এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট হতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।	
০৬	আর্ন্তজাতিক ক্রয়	০১। প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য তথা বিজনেস প্রসেস ডিজাইনএর জন্য একটি আর্ন্তজাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ০২। Integrated VAT Administration System (IVAS) বাস্তবায়নের জন্য Commercial-Off-The-Shelf সফটওয়্যার তৈরী ও প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার সরবরাহপূর্বক তা কার্যকর করার জন্য একটি তথ্য প্রযুক্তি ফার্ম নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়।	
০৭	অভ্যন্তরীণ ক্রয়	০১। মূসক কমিশনারেটে সরবরাহের লক্ষ্যে ফ্যাক্স মেশিন, জেনারেটর ও এয়ারকন্ডিশনার কয়ের কার্যক্রম (টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ) শুরু করা হয়। ০২। প্রকল্প দপ্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, আসবাবপত্রসহ অন্যান্য দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয়। ০৩। করদাতা উদ্বুদ্ধকরণ সেমিনারসহ পরিচালনার জন্য দুটি সেবা প্রতিষ্ঠান দরপত্র প্রক্রিয়ায় নির্বাচন করা হয়।	

		০৪। অন্যান্য নিয়মিত ক্রয় কার্যক্রম যথাসম্ভব e-GP পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।	
০৮	সার্ভার স্টেশনের স্থান নির্বাচন	বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে (বিসিসি) অনলাইন ভিত্তিক মূসক পদ্ধতির সার্ভার স্টেশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিসিসি কর্তৃক প্রাথমিক সম্মতি প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে MOU স্বাক্ষরের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়।	

১০। আলোচ্য প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র মূল্য সংযোজন কর ব্যবস্থা ও প্রশাসন ডিজিটালাইজড করার মাধ্যমে ব্যবসা বান্ধব কর ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে। ব্যবসায়ী ও করদাতাগণ সহজে এবং মূসক কার্যালয়ে না গিয়ে ঘরে বা অফিসে বসেই মূসক সংকান্ত যাবতীয় সেবা পাবেন, কর নির্ধারণ ও পরিশোধের জন্য e-Payment এর সুযোগ পাবেন। ফলে ব্যবসায়ীগণের Turnaround time কমে যাবে এবং ব্যবসার ব্যয় হ্রাস পাবে। অন্যদিকে ই-পেমেন্ট এর সুযোগ থাকায় কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে Electronically Verification করাও সম্ভব হবে। ফলশ্রুতিতে সরকারও প্রাপ্ত রাজস্ব সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে নিশ্চিত হতে পারবে। এছাড়া, System aided decision making এর পদ্ধতি থাকায় মূসক ব্যবস্থা ও প্রশাসন অধিকতর গতিশীল, দক্ষ এবং কার্যকর হবে। সেবার মান বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বান্ধব মূসক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ী ও করদাতাগণকে সহজ ও ঝামেলাবিহীন পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা এবং কর পরিশোধের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ফলে রাজস্ব আদায় বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে এবং দুর্নীতি হ্রাস পাবে।

এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড প্রকল্প

আমদানী রপ্তানী পর্যায়ের শুল্কায়ন পদ্ধতি সহজীকরণ, শুল্ক প্রশাসন আধুনিকীকরণ ও অটোমেটেড পদ্ধতিতে শুল্কায়ন ও ডেটা সংরক্ষণের লক্ষ্যে আশির দশকে UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA (Automated System For Customs Data) নামে সফট্ওয়্যারটি উদ্ভাবন করা হয়। UANCTAD উদ্ভাবিত এ সফট্ওয়্যার এর চারটি ভার্সন রয়েছে। এ্যাসাইকুডা ভার্সন-১ উদ্ভাবন হয় ১৯৮১ সালে, ভার্সন-২ ১৯৮৪ সালে, ভার্সন-৩ (ASYCUDA++) ১৯৯৪ সালে এবং ভার্সন-৪ (ASYCUDA World) ২০০৪ সালে। কাস্টমস এর শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ণের লক্ষ্যে সর্বপ্রথম এ্যাসাইকুডা ভার্সন-২ ঢাকা কাস্টম হাউসে ব্যবহার করা হয় ১৯৯৪ সালে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে ১৯৯৫ সালে। শুল্কায়ন পদ্ধতি ও শুল্ক ব্যবস্থাকে আরও গতিশীল, দক্ষ ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ২০০২ সালে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা কাস্টম হাউস, আইসিডি ও বেনাপোল কাস্টম হাউসে এর পরবর্তী Updated ভার্সন ASYCUDA++ (V1.16f) বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২০০৭ সালে তৎপরবর্তী ভার্সন ASYCUDA++ (VI.18) বাস্তবায়ন করা হয়।

০২। পরবর্তীতে ২০১২ সালে দেশের আমদানি - রপ্তানি তথা সামগ্রিক শুল্ক ব্যবস্থাপনাকে আরো গতিশীল, আধুনিক ও শুল্ক ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান সীমাবদ্ধতাসমূহ দূর করার লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ইতোপূর্বে ২০০৭ সালে, UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত ASYCUDA++ সিস্টেমটি আপগ্রেড করার লক্ষ্যে ADB 'র অর্থায়নে Chitagong Port Trade Facilitation Project শীর্ষক একটি প্রকল্প গৃহীত হয় এবং UNCTAD কে মাঃ ডঃ ৩,৬০,০০০.০০ অগ্রিম পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ASYCUDA++ ভার্সনের প্রযুক্তিগত কিছু সীমাবদ্ধতার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন শুরু করার পূর্বেই ২০০৮ সালে চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (সিসিসিআই) এর উদ্যোগে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসের কার্যক্রম ওয়েবভিত্তিক অটোমেট করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস ও সিসিসিআই এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সিসিসিআই এর সাথে সম্পাদিত পাঁচ বছর মেয়াদী এ চুক্তি শেষ হয় ২০১৩ সালে।

০৩। চুক্তি অনুযায়ী বেশ কিছু মডিউল উদ্ভাবনের ও তা মূল ASYCUDA System এর সাথে সংযুক্ত (Integrate) করার কথা থাকলেও বিদ্যমান ASYCUDA System এ ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা, দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার অভাব ও প্রযুক্তির ভিন্নতার কারণে উদ্ভাবিত ব্যবস্থায় শিপিং এজেন্ট/এয়ারলাইন্স কর্তৃক পেশকৃত মেনিফেস্টের - তথ্যাদি সঠিকভাবে বিল অব এন্ট্রিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন্তর্ভূক্ত (auto populate) করা যায়নি বিধায় আটোমেশনের পূর্নাঙ্গ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছিল না। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিদ্যমান ASYCUDA ++ সিস্টেমকে আপগ্রেড করে ASYCUDA World স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এছাড়া WCO Diagnostic Mission কর্তৃকও শুল্ক ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ASYCUDA World স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

০৪। এতে যে সকল বিষয় বিবেচিত হয় তা হলো, ASYCUDA World স্থাপনের মাধ্যমে সকল শুল্ক ভবনসহ দেশের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী স্থল শুল্ক স্টেশনসমূহ ঢাকাস্থ একটি কেন্দ্রীয় ডেটা সেন্টারের আওতায় একযোগে একটি uniform এবং harmonized System - এ কাজ করতে পারবে। এতে শুল্ক স্টেশন সমূহ তাৎক্ষনিকভাবে কেন্দ্রীয় ডেটাবেজ পর্যালোচনা করে শুল্কায়নের বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। প্রাথমিকভাবে সকল শুল্ক ভবনসহ বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় দশটি স্থল শুল্ক স্টেশন এ অটোমেশন নেটওয়ার্কের আওতায় নেয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়, যথাঃ বেনাপোল, সোনামসজিদ, হিলি, বুড়িমারী, ভোমরা, আখাউড়া, বাংলাবান্দা, তামাবিল, টেকনাফ এবং দর্শনা। ভবিষ্যতে অন্যান্য শুল্ক স্টেশনেও ASYCUDA World চালু করার পরিকল্পনা নেয়া হয়।

০৫। ASYCUDA World স্থাপনের লক্ষ্যে মার্চ' ২০১২ হতে সেপ্টেম্বর' ২০১৩ পর্যন্ত ১৮ মাস মেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারনে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন কার্যক্রম যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি। এর প্রকল্প ব্যয় প্রায় ২৯ (উনত্রিশ) কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকারের সম্পূর্ণ নিজস্ব অর্থায়নে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে ASYCUDA World সিস্টেমটি সকল কাস্টস হাউসে এবং পাঁচটি স্থল শুল্ক স্টেশন, যথাঃ ভোমরা, বুড়িমারী, হিলি, সোনামসজিদ ও টেকনাফ এ চালু করা হয়েছে। এ ব্যবস্থায় আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড- সকল কাস্টম হাউসসহ দেশের প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন করে আমদানি- রপ্তানি শুল্কায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এই কর্মপরিধির বাহিরে এ কর্মসূচী হতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যথাঃ

ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে এবং চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসে অত্যাধুনিক সার্ভার রুম/ডেটা সেন্টার নির্মাণ;

খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড-চট্টগ্রাম কাস্টম হাউসসহ দেশের অন্যান্য কাস্টম হাউসে এবং প্রধান এলসি স্টেশনের মধ্যে ফাইবার অপটিক কানেকটিভিটির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য নেটওয়ার্ক স্থাপন;

গ. বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় ৭০০ কাস্টমস কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রায় ২০০০ এ্যাসাইকুডা ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান যেখানে বন্দরের কর্মকর্তা, নৌ-বাহিনীর কর্মকর্তা, সিএন্ডএফ এজেন্ট, শিপিং এজেন্ট ও ফ্রেইট ফরওয়াডার্সগণ অন্তর্ভূক্ত আছে;

ঘ. বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশনের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মনোনীত কর্মকর্তাদেরকে কয়েক দফায় Training of Trainers (TOT) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ণ টিম এর সহায়তায় বিভিন্ন এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক তাদের সাধারণ সদস্যদের জন্য Facilitation Centre খোলা হয়েছে। এসকল Facilitation Centre এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড বাস্তবায়ন টিম ও কাস্টম হাউসের আইটি বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

ঙ. চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেম হতে পণ্যের বিরবণ সম্বলিত ইলেকট্রনিক মেনিফেস্ট গ্রহণ করছেন, যার ভিত্তিতে কন্টেইনার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমটি পরিচালিত হচ্ছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য খালাসের পূর্বে শুল্ক-করাদি যথাযথভাবে পরিশোধিত হয়েছে কিনা তা এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এ যাচাই করে নিতে পারছেন। তবে তাদের কাছ থেকে কন্টেইনারের অবস্থান সংক্রান্ত তথ্যাদি এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমে পাওয়ার ব্যবস্থা সম্পন্ন হয়নি;

চ. এয়ারলাইন্স হতে এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মাধ্যমে কার্গো মেনিফেস্ট ইলেকট্রনিক্যালি গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩টি এয়ারলাইন্স অনলাইনে তাদের মেনিফেস্ট দাখিল করছে। বাংলাদেশ বিমানসহ আরো ১০টি এয়ারলাইন্সের কার্যক্রম চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছ. স্থলবন্দর সমূহে ট্রাকের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্য সামগ্রীর তথ্যসমূহও এ্যাসাইকুডা ওয়ার্ল্ড সিস্টেমের মেনিফেস্ট সিস্টেমে ধারণ করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে প্রতিবেশী দেশসমূহের শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে কানেকটিভিটি স্থাপন করা সম্ভব হলে শুল্কায়ন সংশ্লিষ্ট সকল দলিলাদি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে আদান-প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা সম্ভব হবে যা বাংলাদেশের শুল্ক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক উন্নয়ন ঘটাবে।